ফুটবলে দেশবাসীকে অনন্য এক উপহার

বাংলাদেশ ৪ ঃ ০ আফগানিস্তান

'অনেক ভালো লাগছে। এমন অর্জন সত্যিই অসাধারণ। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই জয় দলের মিলিত এক অর্জন।'

–বাংলাদেশ অধিনায়ক আমিনুল

'আমি দারুণ এক দল পেয়েছি। তারা বিগ হার্টের। ধন্যবাদ দর্শকদেরও।'

–বাংলাদেশ কোচ জোরান জর্জেভিচ

স্পোর্টস রিপোর্টার

সামির সাকিরের পর জোরান জর্জেভিচ। সময়ের পরিক্রমায় ১১ বছর। প্রায় এক যুগ পর আবারও এসএ গেমস ফুটবলে স্বর্ণ জিতল বাংলাদেশ। তাও আবার অপরাজিত থেকে। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো বাংলাদেশ শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে একটি গোলও হজম করেনি। এমন রূপকথার সাফল্যের রূপকার সার্বিয়ান কোচ জোরান জর্জেভিচ। তার পরশ পাথরেই বদলে গেছেন আমিনুলরা। তাদের মনে যে আত্মবিশ্বাস গেঁথে দিয়েছেন জর্জেভিচ তার ষোল আনাই মাঠে দেখালেন ওয়ালী, ইউসুফ, এনামুল ও সবুজরা। সারাক্ষণই তারা আফগানিস্তানের ডিফেন্সে ত্রাস ছড়িয়েছেন। ডাবল কিংবা ট্রিপল লিডের পরও আক্রমণের সেই ধারে ভাটা পড়েনি। বরং যেন আরো ধারাল হয়েছে সময়ের সাথে সাথে। প্রথমবারের মত বাংলাদেশের ফুটবলে যেন এ চিত্র দেখা গেল গতকাল বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে এসএ গেমস ফুটবলের ফাইনালে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের প্রায় মাঝমাঠে। দুই পাশে আফগানিস্তান এবং মালদ্বীপের ফুটবলারদের মাঝে সবুজ সাদা জার্সিতে আমিনুলরা। সবার চেয়ে উজ্জ্বলই লাগছিল স্বাগতিকদের। তা লাগারই কথা। কিছুক্ষণ আগেই যে তারা স্বাগতিকদের তারা উপহার দিয়েছেন ফুটবলের স্বর্ণপদক। ফাইনালের আগে ফুটবলারদের কাছে এমনটাই যে চেয়েছিলেন এই সার্বিয়ান কোচ। মাত্র এক মাসেরও কম সময় পেয়েছিলেন কোচ। অন্য আলোয় থাকা ইউসুফ, সবুজ, মিন্টু, রেজাদের মতো ফুটবলার নিয়ে দল গড়ে কিছুটা সমালোচিত হয়েছিলেন। সেই সবুজদের দলই বাংলাদেশকে এনে দিল ফুটবলের মর্যাদার স্বর্ণপদক।

১৯৯৯ সালে এসএ গেমসের অধরা স্বর্ণপদক এনে দিয়েছিলেন অধিনায়ক জুয়েল রানা। সেই দলের প্রাথমিক তালিকায় থেকেও চূড়ান্ত স্কোয়াডে ছিলেন না গোলরক্ষক আমিনুল। গেমসের আগেই আঙ্গুলে ব্যথা পেয়ে তাকে থাকতে হয় দলের বাইরে। সেই আক্ষেপ এবার পূরণ হলো আমিনুলের, 'অনেক ভালো লাগছে। এমন অর্জন সত্যিই অসাধারণ। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই জয় দলের মিলিত এক অর্জন।' এসএ গেমসের স্বর্ণজয়ের নায়ক আমিনুল, জয়ের নায়ক কোচ জোরানও। অল্প সময়েই তিনি দারুণভাবেই উজ্জীবিত করেছেন পুরো দলকে, 'আমি দারুণ এক দল পেয়েছি। তারা বিগ হার্টের। ধন্যবাদ দর্শকদেরও।' বাফুফে থেকে আগে জানানো হয়েছিল কোচ জোরানের চুক্তি চ্যালেঞ্জ কাপ পর্যন্ত। গতকাল তিনি অবশ্য জানালেন তার চুক্তি কিন্তু শেষ। বাফুফে তাকে রেখে দিলে ভবিষ্যতে তিনি আরো ভালো কিছুই উপহার দিতে চান বাংলাদেশকে।

গতকাল ফুটবলে জয়ের পর পুরো বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে উষ্ণ এক পরিবেশ। এটা কিভাবে উপেক্ষা করবেন দলের স্ট্রাইকার ইউসুফ। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে ব্যথা পেয়ে চলে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। চেহারায় ব্যান্ডেজ নিয়ে তিনিও সঙ্গী হলেন বাংলাদেশের ফুটবলের বিজয় উৎসবে। ম্যাচের জয়ের চার নায়ক মিশু, এনামুল, কোমল জানালেন তাদের অনুভূতির কথা। একটু বেশী আনন্দ যেন সবুজের। সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয় তার গোলেই, 'অবশ্যই ভালো লাগছে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ যখন এই আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শুনেছি। মাঠে থেকেই এবার তা দেখলাম।' ম্যাচের প্রথম গোলদাতা মিশু জানালেন, 'এমন দিনে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অন্যরকম এক আনন্দ।' এনামুল জানালেন এটা তাদের জিদের ফসল, 'গত ডিসেম্বরে যখন সাফ ফুটবলে বিদায় নেয়াই তখই ইচ্ছে ছিল এসএ গেমসে ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখাবো।' বদলী হিসেবে মাঠে নেমেও গোল পাওয়া কোমল জানালেন, 'এটাই তার জীবনের সেরা পাওয়া।'

বাংলাদেশ : আমিনুল, নাসির, ওয়াল ফয়সাল, মিন্টু শেখ, রেজাউল করিম রেজা, আতিকুর রহমান মিশু, ইউসুফ (কোমল ৩৫ মি.), মামুনুল ইসলাম, শাকিল, এমিলি (সবুজ, ৬৫মি.) ও এনামুল (মিঠুন, ৬৫ মি.)।

আফগানিস্তান : বশির আহমেদ (ফ্রাইডন খাতাবি, ৪১ মি.), ওয়াহিদ নাদিম (আজমল, ৭৫ মি.), জাকরিয়া রেজাই, ফকির হোসেন, হাসমতউল্লা, মাশিহুল্লা, মোকাদ্দার, জহিব ইসলাম, ফয়সাল, হাকিমি (ফায়াজ, ৫৫মি.), বেলাল আরজু।

এসএ গেমসে যা আজ থাকছে

অ্যাথলেটিক্স

ম্যারাথন

ফাইনাল, পুরুষ, সকাল ৭টা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম

কারাতে

সোহরাওয়ার্দী ইনডোর, মিরপুর

টেবিল টেনিস

মহিলা ও পুরুষ একক, ফাইনাল

সকাল ১০টা ও ১১টা

উডেনফ্লোর জিমন্যাশিয়াম

সমাপনী অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম

বিকেল সাড়ে চারটা

এসএ গেমসের পদক তালিকা

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
ভারত	৮৮	৫৩	২৮	১৬৯
পাকিস্তান	১৯	২৫	৩৬	৮০
বাংলাদেশ	১৮	২৩	৫৫	৯৬
শ্রীলঙ্কা	১৬	৩৪	৫২	১০২
নেপাল	৭	৯	১৮	৩৪
আফগানিস্তান	৭	৯	১৬	৩২
ভুটান	০	২	৩	৫
মালদ্বীপ	০	০	২	২

(গতকালের প্রতিযোগিতা শেষে)

জনি-রহিমের কৃতিত্বে বক্সিংয়ে নতুন ইতিহাস

শামীম চৌধুরী

দক্ষিণ এশীয় ক্রীড়ায় মোশাররফ, মোজাম্মেলের কৃতিত্বে বক্সিংয়ে স্বর্ণ জয়ের অতীত আছে বাংলাদেশের। তবে ১৯৮৫ সালে হেভিওয়েট ক্যাটাগরিতে মোশাররফ, কিংবা ১৯৯৩-এ মোজাম্মেলের স্বর্ণ জয়ের সে স্মৃতি রোমন্থন করেই কাটিয়েছে বাংলাদেশের মুষ্টিযোদ্ধারা গত ৪টি আসরে। স্বর্ণহীন বক্সিংয়ের সে খরা কেটেছে অবশেষে, ৬০ কেজি ওজন শ্রেণীতে স্বাগতিক বক্সার জুয়েল আহমেদ জনি এবং ৬৪ কেজি ক্যাটাগরিতে আবদুর রহিমের কৃতিত্বে বক্সিং ডিসিপ্লিনে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে বাংলাদেশ। ৬টি ইভেন্টের এই ডিসিপ্লিন থেকে ২টি স্বর্ণ এবং ১টি রৌপ্য জিতে বক্সিংয়ে অন্য উচ্চতায় বাংলাদেশকে তুলেছে জনি, রহিম এবং ফয়সাল।

আগের দিন সেমিফাইনালের হার্ডল পাড়ি দিয়ে ফাইনালে ওঠা তিন বক্সার ফয়সাল মোল্লা, জুয়েল আহমেদ জনি এবং আবদুর রহিমের চোখ ছিল স্বর্ণের দিকে। ৫৭ কেজি ক্যাটাগরিতে ভারতের প্রতিযোগী ছোটি লালের কাছে ফয়সাল মোল্লা'র হেরে যাওয়ায় শেষ ভরসা ছিল বাংলাদেশের অপর দুই বক্সার জনিও রহিমের উপর। বক্সিং স্টেডিয়াম উপচে পড়া স্বাগতিক দর্শকদের হতাশ করেননি এই দুই মুষ্টিযোদ্ধা। ৬০ কেজি ওজন শ্রেণীতে নেপালের প্রতিদ্বন্দ্বী অজিত গুরুংকে ৩১-১৭ পয়েন্টে হারিয়ে দিয়ে বক্সিং ডিসিপ্লিনের এ আসরে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম স্বর্ণপদক জেতেন জুয়েল আহমেদ জুয়েল। এই ডিসিপ্লিনটির শেষটাও হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর মধ্য দিয়ে। বিপুল দর্শকদের বিনোদন দিতে ৬৪ কেজি ইভেন্টে আবদুর রহিমের আক্রমণে দিশেহারা শ্রীলংকার সিসিরা কুমারাসিংহে অসহায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। একতরফা বাউটে পরিণত হওয়া তিন রাউন্ডের লড়াইয়ে আবদুর রহিম জিতে যান ২৮-৫ পয়েন্টে !

দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের ১১টি আসরে ৪টি স্বর্ণের ৪টিই পেয়েছে বাংলাদেশ মুষ্টিযোদ্ধারা দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত তিনটি আসর থেকে। তবে এক আসরে সর্বোচ্চ ২টি স্বর্ণ এটাই প্রথম!

এমন এক ইতিহাস যে দুই বক্সারের সাফল্যে রচিত হয়েছে, তারা তাদের কৃতিত্বের পুরোটাই দিয়েছেন তাদের থাই কোচ হান্দাওয়ানকে। 'এই কোচকে যদি রাখা যায়, তাহলে আমরা অনেক উপকৃত হবো। তার ট্রেনিংয়ের

ধরনই আলাদা। টেকনিকের দিক থেকে পিছিয়ে ছিলাম, সেটা ইমপ্রুভ করেছেন তিনি। সেমিফাইনালের পর ডোপ টেস্টে আমাকে এতোই পানি খাওয়ানো হয়েছিল যে, ফাইনালে লড়তে পারব কি না, তা নিয়ে সন্দিহান ছিলাম আমি। বিষয়টি আমি তাকে বললে তিনি আমাকে গলার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে বাড়তি পানি ফেলতে বলেন। এ ধরনের বুদ্ধি তার মাথা থেকে না আসলে ফাইনালে লড়াই হতো না আমার'– থাই কোচের প্রশংসা এভাবেই করেছেন ৬৪ কেজি ওজন শ্রেণীতে স্বর্ণপদক বিজয়ী আবদুর রহিম। হান্দাওয়ান এক সময়ে ছিলেন কিক বক্সার, এখন পেশাদারী বক্সিং কোচ, সেই কোচের পরিকল্পনাও স্বর্ণজয়ে সহায়ক হয়েছে বলে মনে করছেন ৬০ কেজি ওজন শ্রেণীর স্বর্ণজয়ী জুয়েল আহমেদ জনি– 'সেমিফাইনালে নেপালের প্রতিপক্ষের বাউটটি দেখেছেন কোচ। আমার প্রতিপক্ষ তুলনামূলকভাবে আকারে খাটো বলেই ডিফেন্সে জোর দিয়ে পয়েন্টের দিকে নজর দিতে বলেছিলেন কোচ। কোচের কথামতো আমি তাই ওকে আক্রমণাত্মক হওয়ার সুযোগ দিয়েছি।'

পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে কারণে অকারণে মারামারি করতেন বলে মাত্র ৬ বছর বয়সে পরিবারের সম্মতিতে নাম লিখিয়েছিলেন জনি রাজশাহী মর্ডান বক্সিং ক্লাবে। এজ গ্রুপের বক্সিং দিয়ে প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশ। আনসারে যোগ দিয়ে জুনিয়র বক্সিংয়ের সাফল্যে সিনিয়র বক্সারদের টপকে এস এ গেমসের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পেয়েছেন সুযোগ। লম্বা সময়ে আনসারে বক্সিং তালিম দেয়া কোচ শফিউল আজম মাসুদের অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে করছেন স্মরণ। থাইল্যান্ডে বক্সিং ট্রেনিং দিয়েছে কাজে, এখন জনি'র একটাই স্বপ্ন– কমনওয়েলথ গেমসে দেশকে ভাল কিছু উপহার দেয়া।

জনি'র মতো আবদুর রহিম নবাগত নন, বলতে পারেন পোড় খাওয়া এক বক্সার। শরীরের ওজন যখন মাত্র সাড়ে ২২ কেজি, তখন থেকে শুরু বক্সিংকে বেছে নেয়া। ঝিনাইদহে বাবার চাকুরী করাকালীন সময়ে স্থানীয় বক্সিং কোচ ওমর ফারুকের তালিম পেয়ে ১২ বছর বয়সে বেছে নেন বক্সিংকে, ভর্তি হন সে বছরই বিকেএসপিতে। গত এস এ গেমসে ৬৪ কেজি ওজন শ্রেণীতে ব্রোঞ্জ পদক বাড়িয়ে দিয়েছে তার সাফল্যের ক্ষুধা। নেপালে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৯ বক্সিংয়ে স্বর্ণ জয়ে বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। এস এ গেমসে স্বর্ণপদকের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন তিনি ইতালী এবং থাইল্যান্ডে অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে– 'ইতালীতে আমাদের ক্যাম্পে ৭৪টি দেশের বক্সাররা ছিল, আমরা বক্সিং অনুশীলন করতাম কিউবা এবং থাই বক্সারদের সঙ্গে। এটাই আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।'

বিকেএসপি ছেড়ে তিন বছর আগে যোগ দিয়েছেন সেনাবাহিনীতে, তবে খেলোয়াড় কোটায় চাকরির সুযোগ না থাকায় সেনাবাহিনীতে সুইপার পদে পেয়েছেন চাকরি ! এস এ গেমসে স্বর্ণ জয়ে সেই পরিচয় আর থাকছে না, অচিরেই সেনাবাহিনীর সৈনিক পদে নিয়োগ পাবেন, সেটা মনে করছেন প্রথম তিনটি সাফ গেমসের বক্সার অনারারী ক্যাপ্টেন (অব.) রিয়াজ– 'আর্মিতে ওর জন্য কোন পদ না থাকায় তাকে সুইপার পদে ঢুকিয়ে দিয়েছি।' স্বর্ণজয়ের এমন সুসংবাদে সে পরিচয়ে আবদুর রহিমকে দেখতে নিশ্চয়ই চাইবে না সেনাবাহিনী, যার সাফল্যে বেজেছে জাতীয় সঙ্গীত, তার আত্মসম্মানবোধে সরকার এবং সংশ্লিষ্টরা সচেষ্ট হবেন, এমনটাই আশা করছে সবাই।

ব্যর্থতার মিছিলে উজ্জ্বল মুশফিক

স্পোর্টস রিপোর্টার

হ্যামিল্টন, নেপিয়ারে ব্যাটসম্যানদের অসহায় আত্মসমর্পণে যে দুর্ভাবনা বাসা বেধেছিল, নেপিয়ারে সে দুর্ভাবনা কাটাতে পারেনি ব্যাটসম্যানরা। ২ বছর আগেডানেডিনের ইউনিভার্সিটি ওভালের টেস্ট অভিষেকে বাংলাদেশ টপ অর্ডাররা ধরেছিলেন নিজেদেরকে মেলে, এই ভেন্যুর ওয়ানডে অভিষেকে সেটা পারেনি বাংলাদেশের উপরের সারির ব্যাটসম্যানরা। সকালে ঘুম থেকে উঠে টেলিভিশনে চোখ রাখতেই বাংলাদেশের দর্শকদের চক্ষু চড়কগাছ! একি! স্কোরশিটে ২৫ রান উঠতে নেই ৫ ব্যাটসম্যান, ৪৬ পর্যন্ত পৌছতে ৬ষ্ঠ উইকেটও হারাতে হয়েছে! তাও সম্ভ্রম কিছুটা রক্ষা পেয়েছে, মুশফিকুরের ৮৬ রানের ক্লাসিক ইনিংসে। সংগ্রহটা ১৮৩ পর্যন্ত টেনে নিতে পারায় ম্যাচে হারের ব্যবধানটা কিছুটা কমাতে পেরেছে বাংলাদেশ দল। নেপিয়ারে ১৪৬ রানে

জয়ের পর ডানেডিনে ৫ উইকেটে জিতে ১ ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজটা ঘরে রেখে দিয়েছে ভেট্টরীর দল।

টসে জিতেই ইউনিভার্সিটি ওভালের সবুজে ঢাকা উইকেটে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠান নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ড্যানিয়েল ভেট্টোরি। বাংলাদেশী ব্যাটসম্যানদের জুজুও তিনি। অথচ কাল ভেট্টোরি বল হাতে তুলে নেয়ার আগেই সফরকারী ইনিংসের অর্ধেক শেষ। ১২.২ ওভারে স্কোরবোর্ডে ২৫ রান উঠতেই পাঁচ ব্যাটসম্যান আউট। নতুন বলে শুরুটা করেন অ্যান্ডি ম্যাকে'র। তার এঙ্গেল আউটসুইং ডেলিভারিতে কট বিহাইন্ড তামীম। প্রথম ম্যাচে ফিফটি পাওয়া তামীমের গতকাল এভাবে আউট হওয়ায়ও সতর্ক দেখা যায়নি বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের! ডাবলসের জন্য দৌড় দিয়েছিলেন ইমরুল কায়েস, এবং সেটা অসম্ভব মনে হয়নি, অথচ আশরাফুল সে কলে সাড়া না দেয়ায় রানা কাটা পড়তে হলো ইমরুলকে। অপরাধবোধের স্বাক্ষর রেখে আসতে পারেননি আশরাফুল ক্যাচ প্র্যাকটিসে নিজে আউট হয়ে। এই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ম্যাকের ইয়র্কারে ক্রস খেলার সাহসের সাজা সকিবের বোল্ড আউট হয়ে ফিরে আসা। দু'বছর পর ওয়ানডে খেলতে নামা আফতাব দু'টি বাউন্ডারি পর বাটলারের আউটগোয়িং ডেলিভারী শেষ মূহূর্তে কাট করতে গিয়ে ধরা পড়েন ম্যাককুলামের গ্লাভসে। বাংলাদেশের স্কোর তখন ২৫/৫।

ওয়ানডেতে নিজেদের সর্বনিম্ন স্কোরে অলআউট হওয়ার শংকা চেপে বসে শর্ট মিড উইকেটে বল ঠেলে ফিল্ডারের অবস্থান না দেখে অকারণে রিয়াদের সিঙ্গল নিতে গিয়ে। স্কোরশিটে যখন এ দুর্দশা (৪৬/৬), তখন নিজেদের সর্বনিম্ন স্কোরের লজ্জার শংকা থেকে বাংলাদেশকে রেহাই দিয়েছেন মুশফিকুর- নাঈমের পার্টনারশিপ। নেপিয়ারে কিউই ব্রুম-ওরামের ১২৩ রানের পার্টনারশিপটি ছিল বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের হেড টু হেডে সর্বোচ্চ পার্টনারশিপ। ২ দিন আগের সে পার্টনারশিপে উদ্বুদ্ধ মুশফিকুর-নাইম সপ্তম উইকেট জুটিতে ১৪৭ বলে দেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের জুটির নতুন রেকর্ড (১০১ রান) গড়েছেন। টপঅর্ডারদের ঐ আসা-যাওয়ার মিছিলে মিশে না গিয়ে মুশফিক প্রমাণ করেছেন এ উইকেটেও রান করা সম্ভব। ব্যাটিং পাওয়ার প্লে পর্বে টাফি ও বাটলারকে মিড উইকেটের উপর দিয়ে আছড়ে ফেলে সুবিধাটুকুও আদায় করে নেন বাংলাদেশের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইতোপূর্বে বাংলাদেশের সেরা ইনিংসটি ছিল আশরাফুলের (২০০৭ এ অকল্যান্ডে ৭০), সেটা টপকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল মুশফিকুরের ইনিংসটি সর্বোচ্চ (৮ চার, ৩ ছক্কায় ৮৬)। অন্যপ্রান্তে 'ছক্কা' নাঈম খোলসে ঢুকে কেবল সঙ্গ দিয়ে গেছেন মুশফিকুরকে।

২ দিন আগে নেপিয়ারে যারা করেছে ৩৩৪, তাদের কাছে ১৮৪ চেজ মামুলিই বটে। তারপরও ১০ ওভারের মধ্যে ম্যাককুলাম ও গাপটিলকে ফিরিয়ে কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিলেন শফিউল ও রুবেল। পরে আরও তিন ব্যাটসম্যানকে ফেরান এ দু'জন। নেপিয়ারের পর ডানেডিনেও নামতা গুনে ৩টি করে উইকেট শিকার করেছেন। কিন্তু ম্যাচ সেরা টেইলরের মাত্র ৫২ বলে ৬ চার ও ৫ ছক্কায় সাজানো ইনিংসটা সেই আশায় পানি ঢেলে দেয়। বৃহস্পতিবার ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে দু'দল।

প্রত্যাশার চেয়েও বেশি

স্পোর্টস রিপোর্টার : আনুষ্ঠানিকভাবে ১১তম এসএ গেমসের পর্দা নামছে আজ। সাঙ্গ হচ্ছে ১২ দিনের ক্রীড়াযজ্ঞ। সমাপনীর আগে আজ কিছু ইভেন্টের স্বর্ণের নিষ্পত্তি হবে। তবে পদকের পেছনে ছোটাছুটি বাংলাদেশের জন্য আসলে শেষ হয়ে গেছে কালই। গেমসের একাদশ দিন শেষে ১৮টি স্বর্ণসহ ৯৫টি পদক নিয়ে তালিকায় তিনে বাংলাদেশ। একটি স্বর্ণ বেশী নিয়ে দুইয়ে রয়েছে পাকিস্তান। কারণ বাংলাদেশের চেয়ে তাদের রৌপ্য বেশি। কাল আর্চারি ও সাঁতারে প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটলে ঠিকই এগিয়ে যেত স্বাগতিকরা। এ নিয়ে হতাশা কিছুটা থাকতেই পারে, তবে হিসাবের খেরোখাতায় প্রাপ্তিটা নেহাত কম নয়। গেমস শুরুর আগে টার্গেট ছিল ১৭টি স্বর্ণ জয়ের। কাল পুরুষ ফুটবলের ফাইনালে আফগানিস্তানের জালে এক হালি গোল দিয়ে সেই প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যায় বাংলাদেশ। শ্যুটিংয়ে আসিফ, মেয়েদের হার্ডলসে সুনিতা কিংবা সাঁতারে রনির পদক হাতছাড়া না হলে প্রাপ্তি যেত আরও বহুদূর।

অসুস্থ রনি'র কল্যাণে রৌপ্য

স্পোর্টস রিপোর্টার

ভারতের সাঁতারুদের আধিপত্যে শেষ হলো এসএ গেমসের সাঁতার ডিসিপ্লিন। গতকাল তারা দিনের ৪টি ইভেন্টের সব ক'টিতেই স্বর্ণপদকই নিজেদের ঘরে তুলেছে। তবে স্বর্ণহীন কেটে যাওয়া আসরের শেষ দিনে বাংলাদেশের অর্জন ২টি রৌপ্য। যার মধ্যে দীর্ঘদিন হেপাটাইটিস-বি রোগে ভুগে সুস্থ হয়ে ওঠা শাহজাহান আলী রনি পুলে নেমেই তিনি দেশকে উপহার দিয়েছেন একটি রৌপ্যপদক। ৫০ মিটার বেস্ট স্ট্রোকে পেয়েছেন এ রৌপ্যপদক। এই ইভেন্টে ভারতের অর্জুন জয়প্রকাশ এসএ গেমসের নতুন রেকর্ড গড়ে (৩০.০৪ সেকেণ্ড) স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ৩১.০৪ সেকেন্ড বাংলাদেশের শাহজাহান আলী রনি পেয়েছেন রৌপ্যপদক। এই ইভেন্টেই বাংলাদেশের আরেক সাঁতারু কামাল হোসেন ৩১.০৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন।

মহিলাদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইলে এসএ গেমসে নতুন রেকর্ড গড়েন ভারতীয় সুইমার সুবা চিত্তরঞ্জন। তিনি ২৭.৯৮ সেকেণ্ড সময় নিয়ে জিতেছেন স্বর্ণপদক। ২৮.৬৭ সেকেণ্ড সময় নিয়ে রৌপ্য পদক জিতে নেন চিত্তরঞ্জনের সতীর্থ শেহা থিরুহগনানা। এই ইভেন্টে ২৯.৭৮ সেকেণ্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন শ্রীলঙ্কার মাধবী কাউশালিয়া। এই ইভেন্টে বাংলাদেশের সবুরা খাতুন পঞ্চম হয়ে হতাশ করেন স্বাগতিক দর্শকদের। মহিলাদের ৪ গুনন ১০০ মিটার মিডলে রিলেতে ভারতের ফারিহা জামান, গৌরি দেশাই, রিচা মিশ্রা ও তালাশা ৪ মিনিট ৪১.৫৫ সেকেণ্ড সময় নিয়ে স্বর্ণপদক জিতে নেন। এই ইভেন্টে রৌপ্য শ্রীলঙ্কার এবং ব্রোঞ্জ বাংলাদেশের সবুরা খাতুন, ডলি আক্তার, মাহফুজা খাতুন ও সোনিয়া আক্তার টুম্পাদের। পুরুষদের ৪ গুনিতক ১০০ মিটার মিডলে রিলেতে স্বর্ণও ভারতের। এই ইভেন্টে বাংলাদেশের ন কামাল হোসেন, রুবেল রানা, জুয়েল আহমেদ ও মাহফিজুর রহমান রৌপ্য জিতেছেন। স্বর্ণহীন মিরপুর সুইমিং কমপ্লেক্সে শেষ ইভেন্টটিতে রৌপ্য জয়ই বাংলদেশের সান্ত্বনা।

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড

বাংলাদেশ ইনিংস	রান	বল	৪	৬
তামিম ক ম্যাককুলাম ব ম্যাকে	১	৬	-	-
ইমরুল রানআউট	৯	১৩	১	-
আশরাফুল ক এন্ড ব টাফি	১	১৮	-	-
আফতাব ক ম্যাককুলাম ব বাটলার	১০	২৭	২	-
সাকিব ব ম্যাকে	০	৮	-	-
মুশফিকুর এলবি বাটলার	৮৬	১০৭	৮	৩
মাহমুদুল্লাহ রানআউট	৮	৩২	১	-
নাঈম ব বাটলার	৪৩	৮১	৪	-
শাহাদাত নটআউট	১৬	৭	২	১
শফিউল নটআউট	১	১	-	-
অতিরিক্ত (বা ২, লেবা ১, ও ৫)	৮			
মোট (৮ উইকেট, ৫০ ওভার)	১৮৩			

বোলিং : টাফি ৯-১-৫৫-১, ম্যাকে ১০-৩-১৭-২, বাটলার ১০-২-৪৩-৩, ওরাম ৭-১-২৪-০, ভেট্টোরি ১০-০-২৫-০, ফ্রাঙ্কলিন ৪-০-১৬-০।

নিউজিল্যান্ড ইনিংস	রান	বল	৪	৬
ম্যাককুলাম ব শফিউল	৯	৬	১	-
ইনগ্রাম ক মুশফিকুর ব রুবেল	২৮	৪৯	৪	-
গাপটিল ব রুবেল	৩২	২৯	৪	১
টেইলর ক মাহমুদুল্লাহ ব শফিউল	৭৮	৫২	৬	৫
ফ্রাঙ্কলিন নটআউট	২০	২৯	১	-
ব্রুম এলবি শফিউল	০	১	-	-
ভেট্টোরি নটআউট	৪	১	১	-
অতিরিক্ত (লেবা ৩, ও ৯, নো ২)	১৪			
মোট (৫ উইকেট, ২৭.৩ ওভার)	১৮৫			

বোলিং : শাহাদাত ৭-০-৩৮-০, শফিউল ৭-০-৪৯-৩, রুবেল ৯.৩-০-৬৮-২, সাকিব ৩-০-১৩-০, নাঈম ১-০-১৪-০।

ফল : নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটে জয়ী।

সিরিজ : তিন ম্যাচের সিরিজে নিউজিল্যান্ড ২-০-তে এগিয়ে।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ : রস টেইলর।

দ্রুততম মানব সিহান এবং মানবী নাসিম

স্পোর্টস রিপোর্টার

একাদশ এসএ গেমসের অ্যাথলেটিক্সে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্য দিয়েই শেষ হচ্ছে। এই ডিসিপ্লিনের ২৩ ইভেন্টের মধ্যে ইতোমধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া ২২টি ইভেন্টে ভারতের অর্জন সর্বাধিক ১০টি স্বর্ণপদক। ভারতকে টেক্কা দেয়া শ্রীলংকা জিতেছে তারা ৮টি স্বর্ণপদক। দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে অ্যাথলেটিক্সে বিস্ময় জাগানো পাকিস্তান অ্যাথলিটদের সাফল্যে অর্জিত হয়েছে ৪টি স্বর্ণপদক! অ্যাথলেটিক্সের শ্রেষ্ঠত্ব পেলেও গেমসের আকর্ষণীয় ২ ইভেন্ট দ্রুততম মানব-মানবীর কেউ কিন্তু ভারতীয় অ্যাথলিট নন ! ভারতকে হাতাশায় ভাসিয়ে গেমসের দ্রুততম মানবের মুকুট মাথায় উঠেছে ততম শ্রীলংকার অ্যাথলিপ সিহানের মাথায়, ভারত ও শ্রীলংকা অ্যাথলিটদের হতভম্ব করে গেমসের দ্রুততম মানবীর খেতাব জিতেছেন পাকিস্তানের নাসিম হামিদ।

গেমসে প্রত্যাশিত স্বর্ণপদক অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের। দ. এশিয়ান গেমসে ইতিহাস রচনা করেছে বাংলাদেশ ক্রীড়া দল। তবে গেমসের আকর্ষণীয় ডিসিপ্লিন অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড থেকে চরম হতাশ করেছে বাংলাদেশ অ্যাথলিটরা। মাত্র ২টি রৌপ্যও ৪টি ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো এই ডিসিপ্লিনে। অ্যাথলেটিক্সে স্বাগতিক বাংলাদেশের হাতাশায়ই কাটলো। গত পরশু ফটো ফিনিশিংয়ে সুনীতা রানীর স্বর্ণ হাতছাড়া হওয়ার কষ্ট বয়ে বেড়ানো বাংলাদেশ অ্যাথলিট দলের গতকাল সেরা সাফল্য মহিলাদের ৪×৪০০

রিলেতে ব্রোঞ্জ। লংজাম্পে হতাশ করেছেন ফৌজিয়া হুদা জুই (৪র্থ), হাইজাম্পে ফেডারেশনের ট্রাম্পকার্ড সজীবের অবস্থান ৪র্থ, ৪×৪০০ মিটার রিলেতে বাংলাদেশের পুরুষ অ্যাথলিট দল ৪ দেশের লড়াইয়ে সবার শেষে ফিনিশিং লাইন টাচ করেছে ! মহিলাদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে শাসছুন্নাহার চুমকি ৬ প্রতিযোগিণীর মধ্যে হয়েছেন ৫ম! দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে শাহ আলম, বিমলদের দ্রুততম মানবের অতীত খেতাব বিসর্জন দিয়েছে এই আসরে বাংলাদেশের ২ অ্যাথলিট। দেশের দ্রুততম মানব গোলাম মোর্তজা বাদ পড়েছেন ১০০ মিটার স্প্রিন্টের হিটে, বাংলাদেশের অপর প্রতিযোগী মাসুদুল ছিলেন সবার শেষে !

দিনের শেষ দুই ইভেন্ট ছিল অ্যাথলেটিক্সের মূল আকর্ষণ ১০০ মিটার স্প্রিন্ট। পুরুষদের এই ইভেন্টে শ্রীলংকার সিহান ১০.৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন। ভারতের নাজিব ১০.৫৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে রৌপ্য ও পাকিস্তানের লিয়াকত জিতেছেন ব্রোঞ্জপদক। সিহানের এটি দ্বিতীয় স্বর্ণপদক। আগের দিন স্বর্ণজয়ী শ্রীলংকার চার গুনন ১০০ মিটার রিলে দলের সঙ্গী তিনি। এছাড়া পুরুষদের ২০০ মিটার স্প্রিন্টে রৌপ্যও জিতেছেন এই আসরে ২০ বছর বয়সী সিহান। এসএ গেমেস এটাই তার প্রথম অংশগ্রহণ। এর আগে কমনওয়েলথ যুব আসরে তিনি ৩টি স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ট্র্যাকের রাজা উসাইন বোল্ট তার আদর্শ অ্যাথলেট। এস এ গেমসে স্বর্ণ জয়ে নিজেকে অন্যভাবে আবিষ্কার করা সিংহাসনের লক্ষ এখন আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম কোন মহিলা অ্যাথলিট দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে দ্রুততম মানবীর খেতাব পেয়েছেন। অন্য প্রতিযোগীদের মতো নয়, ট্রাউজার পরে দৌড়ে সবাইকে টপকে ১০০ মাটার স্প্রিন্টে জিতেছেন স্বর্ণপদক ! এমন সাফল্যে গর্বিত নাসিম হামিদ নিজেকে আরো উচ্চতায় তুলতে চান। করাচির এই মেয়েটির আদর্শ ম্যারিয়ন জোন্স। এই ইভেন্টে পাকিস্তানে এটি প্রথম স্বর্ণপদক। তিনি মহিলাদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ১১.৮২ সেকেন্ড সময়ে নিয়ে স্বর্ণ জিতেছেন। শ্রীলংকা পেয়েছে রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জপদক।

এসএ গেমসের গত আসরে (কলম্বো ২০০৬) বাংলাদেশকে ১১০ মিটার হার্ডলসে অপ্রত্যাশিতভাবে স্বর্ণপদক এনে দিয়েছিলেন মাহফুজুর রহমান মিঠু। ইতালীতে পালিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিই শুধ ক্ষুন্ন করেননি, দুর্বল করে দিয়েছেন বাংলাদেশের অ্যাথলেটিক্সটাকেও। মিঠুর পথ ধরে বিদেশ পালিয়েছেন দেশের সাবেক দুই দ্রুততম মানব আবু আবদুল্লাহ এবং সামসুদ্দিন। অ্যাথলেটিক্সের এই রুগ্নদশায় ও চাকচিক্যের কমতি নেই ফেডারেশনের। ১০ কেটি টাকার অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক পেয়ে অ্যাথলিটদের মান বাড়াবে কি, অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন করা ছাড়া গত্যন্তর কিছুই নেই। আজ ম্যারাথন ইভেন্টের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে এগারতম এসএ গেমসের অ্যাথলেটিক্স। আগের দুই দিনে কোন স্বর্ণপদক না পাওয়া স্বাগতিকদের এই ইভেন্টে স্বর্ণপদকের কোন সম্ভাবনাই নেই। ফলে এই আসরে স্বর্ণপদক ছাড়াই শেষ হচ্ছে বাংলাদেশের মিশন।

কোণঠাসা ভারত

ইন্টারনেট ঃ নাগপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে ধোনির দল চরম বেকায়দায় পড়ে গেছে। স্মিথরা প্রথম ইনিংসে যে রানের পাহাড় গড়ে তাতে চাঁপা পড়ে ইনিংস হারের শংকায়ই পড়েছে গড়ের মাঠে পরাক্রমশালী ক্রিকেট পরাশক্তি ভারত। প্রথম ইনিংসে ২৩৩ রানের গুটিয়ে যাবার পর ফলোঅনে পড়ে পুনরায় ব্যাট করে ৩য় দিনের খেলা শেষ হবার আগে ৬৬ রান করেছে– দুই ওপেনার গৌতম গম্ভীর ও প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান শেবাগ। ইনিংস হার এড়াতে এখনও তাদের ২৫৯ রান করতে হবে। স্টেইন ভারতের প্রথম ইনিংসে ঝড় বইয়ে দেন ৫১ রানে সাত শিকার করে। দ্বিতীয় ইনিংসে বিপজ্জনক শেবাগকে আউট করে নাগপুর টেস্টে পুরোপুরিই দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দেন এই প্রোটিয়া ফাস্টবোলার।

মিসবাহ'য় মাতোয়ারা সিলেট

আবদুল মুকিত, সিলেট অফিস

ইতি' কে দিয়ে শুরু উশুর সাফল্যযাত্রা, এসএ গেমসে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত এই ডিসিপ্লিন থেকে স্বাগতিক বাংলাদেশের অর্জন ২টি স্বর্ণপদক। গত পরশু উশুর সানসুতে ইতি'র সাফল্যে স্বর্ণজয়ের পর গতকাল উশুর তউলু গেমের নানগুণএ মিসবাহ'র স্বর্ণজয়ে এই ডিসিপ্লিনে স্বর্ণপদকের সংখ্যা দুই এ উন্নীত করেছেন মিসবাহ। তার এ সাফল্যে সিলেট বিকেএসপিতে দ্বিতীয়বারের মতো বেজে উঠেছে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

মিসবাহ'র স্বর্ণ জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল আগের দিনেই। প্রথম রাউন্ড শেষে তার ইভেন্টে শীর্ষে ছিলেন তিনিই। অবশিষ্ট ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতা। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কোন ভুল করেননি মিসবাহ গতকাল। এসএ গেমসের উশু ইভেন্টের তাউলু গেমের নানগুণে সোনা এনে দিলেন মিসবাহ উদ্দিন।

সবেমাত্র সোনা জিতেছেন। স্বভাবতই মেজাজটা ফুরফুরে। লাল সবুজের পতাকা এদিকে ওদিক ছুটছেন, গ্রহণ করছেন সতীর্থদের উষ্ণ আলীঙ্গন। এস এ গেমসের সাফল্যে উজ্জীবিত মিসবাহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো ভাল কিছু উপহার দিতে চান। তার জন্য মিসবাহ'র এবটাই দাবি, নিবিড় অনুশীলন– 'সারা বছর প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করলে ভারতকেও টপকে যাওয়া সম্ভব।' অন্ততঃ এ ব্যবস্থাটুকু করে দিতে কর্মকর্তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান তার।

এই না হলে স্বর্ণ সন্তান! কেবল সোনা জয়েই থেমে থাকা কি তার চলে! তাই তো শোনালেন দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা ভারতকে ঠেকানোর ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

বরিশালের আব্দুর রশীদ মাতব্বর ও পিয়ারা বেগমের ৪ সন্তানের মধ্যে সবার বড় মিসবাহ বেছে নিয়েছেন অপরিচিত খেলা উশুকে। পণ করেছেন ধনুক ভাঙ্গার। সে পণ রেখেছেন, অখ্যাত উশুতেই খ্যাতির শিখরে উঠেছেন মিসবাহ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর হাত থেকে সোনার মেডেলটা গলায় জড়ানোর পর বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত, দূরন্ত মিসবাহ'র সাফল্যে।

একদিনে তিন সেঞ্চুরি

স্পোর্টস রিপোর্টার : ইবিএল জাতীয় ক্রিকেট লীগ লঙ্গার ভার্সনের চলতি রাউন্ডের প্রথম দিনই দেখেছে তিনটি সেঞ্চুরি। রাজশাহীর শেখ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে খুলনার তুষার ইমরান (১০৯) ও অধিনায়ক হাবিবুল বাশার (১০৩) করেছেন। দু'জনের ব্যাটে চড়ে প্রথম দিনেই চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ৩২৩ রান করেছে খুলনা। অপর সেঞ্চুরিটা করেছেন রাজশাহীর ওপেনার সোহরাওয়ার্দী শুভ। তার অনবদ্য ১৪২ রানে বরিশালের বিপক্ষে দিন শেষে রাজশাহীর সংগ্রহ ২৯৯/৬। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দিনটা উদযাপন করেছেন বোলাররা। সারাদিনে উইকেট পড়েছে ১৯টি। মোশাররফ রুবেলের (৪/৩৫) ঘূর্ণি এবং শরীফ, তালহা ও মাহবুবুলের দু'টি করে উইকেট শিকারে সিলেটকে প্রথমে ১৭২ রানে বেঁধে ফেলে ঢাকা। পরে তারা নিজেরাই ৯০ রান তুলতে হারিয়ে বসে ৯ উইকেট। ঢাকার ৯ উইকেট ভাগাভাগী করে নেন নাসির (৫/২৮) ও মাইসেকুর (৪/১৮)।